RAMAKR HNA MISSION VIDYAMANDIRA
(Residential Autonomous College under University of Calcutta)

B.A./B.SC. SECOND SEMESTER EXAMINATION, MAY-JUNE 2013
FIRST YEAR

Date : 17/5/2013 | **BENGALI LANGUAGE**
Time : 2pm – 3pm | Paper : II | Full Marks : 25

১। নীচের যে কোনো একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় লেখো।

(ক) আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত— যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা— যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর— সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরি-ভাষা কোনো কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে— যেমন সাফ্ ইস্পাত মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছা কর— আবার যে-কে-সেই, একচোটে পাথর কেটে দেয়? দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা-সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল— ঐ এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়— লক্ষণ।

অ। আমাদের দেশে বিদ্বান ও সাধারণের মধ্যে ব্যবধানের কারণ কী?

আ। বুদ্ধ, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ কে?

ই। 'স্বাভাবিক ভাষা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে এবং কেন?

উ। 'আমাদের ভাষা' বলতে কোন্ ভাষা? তা অস্বাভাবিক হবার কারণ কী?

২+৩+৩+৩+৪

অথবা

(খ) সংস্কৃত বিদগ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ cultured। বাৎস্যায়ন যাকে নাগরিক বলেন,

টীকাকার তাঁকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এ দেশে পুরাকালে কালচার জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে একালে আমরা যাকে সভ্য বলি সেকালে তাকে নাগরিক বলত। অপর পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্যায়-শব্দ, ইংরেজিতে যাকে বলে synonyms।

এ যুগে অবশ্য আমরা সাহিত্যচর্চাটা বিলাসের অঙ্গ বলে মনে করি নে, ও চর্চা থেকে আমরা ঐহিক এবং পারত্রিক নানারূপ সুফললাভের প্রত্যাশা রাখি।

যে সমাজে কাব্যচর্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ, সে সমাজ যে সভ্য এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য। যা মনের বস্তু তা উপভোগ করবার ক্ষমতা বর্বর জাতির মধ্যে নেই, ভোগ অর্থে তারা বোঝে কেবলমাত্র দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি পশুরাও করে, এবং তা ছাড়া আর-কিছু করে না। অপর পক্ষে যে সমাজের আয়েসির দলও কাব্যকলার আদর করে, সে সমাজ সভ্যতার অনেক সিঁড়ি ভেঙেছে। সভ্যতা জিনিসটে কি, এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে দু কথায় তার উত্তর দেওয়া শক্ত। কেননা যুগভেদে ও দেশভেদে পৃথিবীতে সভ্যতা নানা মূর্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে, এবং কোনো সভ্যতাই একেবারে নিরাবিল নয়; সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে। নীতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ যে আকাশপাতাল, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। তবে মানুষের কৃতিত্বের মাপে যাচাই করতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কাব্য-কলার শিল্পে-বাণিজ্যে সভ্যজাতি ও অসভ্যজাতির মধ্যে সাত-সমুদ্র তেরো-নদীর ব্যবধান।

অ। 'বিদগ্ধ' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করো।

আ। 'কালচার' জিনিসটা 'নাগরিকতা'র প্রধান গুণ কেন?

ই। সাহিত্য চর্চা বিলাসের অঙ্গ নয় কেন?

ঈ। 'যুগভেবে ও দেশভেবে পৃথিবীতে সভ্যতা নানা মূর্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে'—বক্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ২+২+৩+৮=১৫

২। (ক) 'মেয়েরা নিত্য লাঞ্ছিত হচ্ছে'—এ বিষয়ে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী ১৫০ শব্দে একটি প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

অথবা

সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রতিবেদন থেকে নিজের ভাষায় অভিমত সহ ৫০টি শব্দে পুনর্নির্মাণ করো। ১০

'গাছ কাটা নিষিদ্ধ করল হাইকোর্ট'

রাজ্যে সর্বত্র গাছ কাটা নিষিদ্ধ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। গাছ কাটতে হলে রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমতি নিতে হবে। হাইকোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে। বসত এলাকা ও শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার নামে যথেচ্ছ গাছ কেটে জমির স্বাভাবিক প্রকৃতি বদলে দেওয়ার উদ্যোগ বন্ধ হওয়া উচিত বলে হাইকোর্ট মনে করে।

হুগলি জেলার মানকুণ্ডে বাড়ি তৈরির জন্য প্রোমোটার একটি আমবাগানের সব গাছ কেটে ফেলেছেন বলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ গ্রিণ বেঞ্চে রিপোর্ট দেয়। স্থানীয় প্রশাসনও ওই গাছ কাটার ব্যাপার আপত্তি তুলেছিল। পর্ষদের ওই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রিণ বেঞ্চ এদিন এই নির্দেশ দেয়।

তারকেশ্বর মন্দির সংলগ্ন দুধ পুকুরের ধারে ৯৬টি গাছ কেটে ফেলার ঘটনায় হাওড়ার গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির সম্পাদক সুভাষ দত্তের এক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রিণ বেঞ্চ ইতিপূর্বে তারকেশ্বর পুরসভার এক লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। পর্ষদের এদিনের অভিযোগের সঙ্গে সুভাষবাবু নিজেকে যুক্ত করেন।

গ্রিণ বেঞ্চের এদিনের নির্দেশে বলা হয়েছে, শুধু কলকাতা বা শহরতলি নয়, রাজ্যের যে কোনও জায়গায় বহুতল বাড়ি, শিল্প তালুক বা অন্য কিছু গড়ে তোলার জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে না-জানিয়ে ও অনুমতি না-নিয়ে কাটা যাবে না। জেলাগুলির ক্ষেত্রে পর্ষদের সঙ্গে পুরসভা পঞ্চায়েত ও ভূমি সদ্ব্যবহার দফতরের অফিসারের অনুমতি নিতে হবে।

———